



২০১৫ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী হরেকৃষ্ণ ডেকা

অসমিয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচক হরেকৃষ্ণ ডেকার জন্ম ১৯৪৩ সালে, উজান অসমের তিনসুকিয়ায়। মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত হরেকৃষ্ণ ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে ভরতি হন গুয়াহাটীর ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন কলেজে। গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষায় স্নাতকোত্তর।

এরপর বছর তিনেক একটি কলেজে অধ্যাপনা করলেও শেষ পর্যন্ত অসম-মেঘালয় ক্যাডারের আইপিএস হয়ে অসমের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ হিসেবে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

পুলিশ-প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠান করেও হরেকৃষ্ণ ডেকা কবিতা থেকে কখনো দূরে থাকেননি। খুব ছোটবেলা থেকেই দৈনিক সংবাদপত্রে লেখালিখি করতেন। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘স্বরবর’। এরপর লিখেছেন ‘রাতির শোভাযাত্রা’, ‘আন এজন’, ‘ভাল পোয়ার বাবে এষার’, ‘ছানমিয়ালি বর্ণমালা’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। ‘আন এজন’ কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৮৭ সালে পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

শুধু কবিতা নয়, হরেকৃষ্ণ ডেকা অসমিয়া সাহিত্যজগতে

চিরকালের জন্য স্মরণযোগ্য নাম হিসেবে থেকে যাবেন ছোটগল্পের জন্যও। তাঁর ছয়টি ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হল ‘প্রাকৃতিক আরু অনন্যা’, ‘মধুসূদনর দলং’, ‘বন্দিয়ার’, ‘পোস্ট-মডার্ন অথবা গল্প’, ‘মৃত্যুদণ্ড’ এবং ‘গল্প আরু কল্প’। ‘বন্দিয়ার’ গল্পগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৯৬ সালে কথা পুরস্কার পেয়েছেন।

হরেকৃষ্ণ ডেকার আলোচনাগ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। ‘আধুনিকতাবাদ আরু অন্যান্য প্রবন্ধ’, ‘দৃষ্টি আরু সৃষ্টি’, ‘নীলমণি ফুকন : কবি আরু কবিতা’ প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি অসমিয়া সাহিত্যের হালহকিকত নিয়ে নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। এ ছাড়া লিখেছেন দুটি উপন্যাস— ‘আগস্তক’ ও ‘তরুণ প্রজন্মের কবিতা’।

হরেকৃষ্ণ ডেকার লেখার মূল বৈশিষ্ট্য সমাজকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। তাঁর যে-কোনো চরিত্রই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে আধুনিক সময়ের প্রতীক। কবিতা, গল্প, উপন্যাসে সবসময় পরীক্ষানিরীক্ষা করতে ভালোবাসেন তিনি।

সাহিত্য অকাদেমি ও কথা সাহিত্য পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন অসমিয়া সাহিত্যের সর্বোচ্চ সম্মান— অসম ভ্যালি লিটারারি অ্যাওয়ার্ড।